এবারের ভুল আগামীবার করতে চায় না এনসিটিবি

এম এইচ রবিন
২২ মার্চ ২০২৩ ১২:০০ এএম
| আপডেট: ২২ মার্চ ২০২৩
০৯:১৬ এএম

advertisement

এ বছর প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত নতুন পাঠ্যবই সময়মতো সরবরাহ করতে পারেনি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। ষষ্ঠ-সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে ভুল নিয়ে তীব্র সমালোচনার মুখে দুটি বই প্রত্যাহারও করতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আগামী শিক্ষাবর্ষে নতুন পাঠ্যবই নির্ভুল ছাপানো এবং সময়মতো পৌঁছানোর কার্যক্রম শুরু করছে প্রতিষ্ঠানটি।

এনসিটিবির একাধিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আগামী বছরের নতুন পাঠ্যবই যেন সময়মতো সরবরাহ করা হয়, সে জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তাগাদা দিয়েছে।

advertisement

কর্মকর্তারা বলছেন, সামনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচনের বছরে সরকার কোনো ইস্যুতেই সমালোচনার মুখে পড়তে চায় না।

এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানান, নির্বাচনের সামনে নানা আন্দোলন-সংগ্রাম চলে। ঘটতে পারে সহিংসতার ঘটনাও। এ ধরনের সংকটে যেন পাঠ্যবই ছাপানোয় বিঘ্ন না ঘটে, সে জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি নিতে হবে এনসিটিবিকে।

advertisement

এনসিটিবির এক কর্মকর্তা আমাদের সময়কে বলেন, ‘নির্বাচনী বছর; আবার ইংরেজি বছরের শেষ সময়ে ছাপাখানাগুলোয় ব্যস্ততা বাড়ে। ছাপা ও বাঁধাইয়ে শ্রমিক সংকট তৈরি হয়। আবার কাগজ ও কালির দাম বেড়ে যায়। এসব চ্যালেঞ্জ সামলে বিনামূল্যের পাঠ্যবই জানুয়ারির আগেই স্কুলে স্কুলে পৌঁছাতে হবে।’

এ প্রসঙ্গে এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. ফরহাদুল ইসলাম আমাদের সময়কে বলেন, ‘সার্বিক বিবেচনায় মাধ্যমিকের সব বই ৩১ অক্টোবরের মধ্যেই ছাপা ও সরবরাহ শেষ করতে চাই। এ লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে এনসিটিবিতে।’ তিনি বলেন, ‘আগামী শিক্ষাবর্ষে অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে নতুন শিক্ষাক্রম চালু হবে। এসব শ্রেণিতে নতুন বই সংযোজন হবে। এবারের যে ভুলত্রুটি হয়েছে, এগুলোর পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সে জন্য সবাই সতর্ক। বই ছাপার কাজ এগিয়ে আনতে ইতোমধ্যে প্রাথমিকের প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির বই ছাপার টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা আছে, নতুন বই যথাসময়ের মধ্যে স্কুলে পৌঁছাতে হবে। সে লক্ষ্যে আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি।’

ইতোমধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ২০২৪ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও সরবরাহের জন্য অ্যানুয়াল প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান (এপিপি) ও টাইম বাউন্ড অ্যাকশন প্ল্যান (টিএপি) অনুমোদন সংক্রান্ত সভা হয়েছে। এতে মন্ত্রণালয়ের সচিব ফরিদ আহাম্মদ সভাপতিত্ব করেন। সভায় এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. ফরহাদুল ইসলামসহ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও এনসিটিবির সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় গণশিক্ষা সচিব বলেন, চলতি শিক্ষাবর্ষের অভিজ্ঞতা ও বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের সময়সূচি এগিয়ে আনা প্রয়োজন। কোনো মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণে অপারগ হলে পুনঃদরপত্র আহ্বানের যথেষ্ট সুযোগ রাখা এবং প্রয়োজনে বিজি প্রেসের মাধ্যমে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আগামী শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিকের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রম চলতি বছরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করতে উপস্থিত সবাই একমত পোষণ করেন।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়, চার ধাপে প্রাথমিক পর্যায়ের দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির জন্য প্রথম ধাপ, প্রাক-প্রাথমিকের জন্য দ্বিতীয় ধাপ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য তৃতীয় ধাপ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির জন্য চতুর্থ ধাপে দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে এনসিটিবি। রেসপনসিভ দরদাতা পাওয়া না গেলে পরবর্তী তিন কার্যদিবসের মধ্যে পুনঃদরপত্র আহ্বান করতে হবে। ইন্সপেকশন এজেন্ট নিয়োগের প্রয়োজন থাকলে এনসিটিবি তা করবে। সব পাঠ্যপুস্তকের ব্রাইটনেস ৮০ থেকে ৮২ রাখতে হবে, থিকনেস থাকবে ৮০ জিএসএম।

উল্লেখ্য, পাঠ্যপুস্তকের ভুলভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার মধ্যে গত ১০ ফেব্রুয়ারি এনসিটিবির চেয়ারম্যান স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির দুটি বই পাঠদান থেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। এতে বলা হয়, ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির জন্য প্রণীত ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের ‘অনুসন্ধানী পাঠ’ পাঠ্যপুস্তক দুটি পাঠদান হতে প্রত্যাহার করা হলো। এতে আরও বলা হয়, উক্ত শ্রেণিদ্বয়ের জন্য প্রণীত ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের ‘অনুশীলনী পাঠ’ এবং ষষ্ঠ শ্রেণির বিজ্ঞান ‘অনুসন্ধানী পাঠ’ পাঠ্যপুস্তকসমূহের কতিপয় অধ্যায়ের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। এমনকি পাঠ্যবইয়ে ভুলের দায়ীদের খুঁজতে এবং ভুল সংশোধনের জন্য পৃথক কমিটি গঠন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।